



ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণের জন্য জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনার (২০১৭-২২) সূচনা করলেন শ্রী জে.পি.নাড্ডা

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী জে.পি.নাড্ডা বুধবার নয়া দিল্লিতে ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণের জন্য জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনার (এন.এস.পি.) (২০১৭-২২) সূচনা করলেন

Posted On: 14 JUL 2017 11:53AM by PIB Kolkata

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী জে.পি.নাড্ডা বুধবার নয়া দিল্লিতে ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণের জন্য জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনার (এন.এস.পি.) (২০১৭-২২) সূচনা করলেন। এই কৌশলগত পরিকল্পনা আগামী পাঁচ বছরের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ম্যালেরিয়ার প্রকোপের মাত্রার ওপর নির্ভর করে বছর ভিত্তিক নির্মূলীকরণের লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করবে। সূচনা অনুষ্ঠানে শ্রী নাড্ডা বলেন, সরকার আগামী ২০২৭ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া নির্মূল করতে চায়। এর জন্য রাজ্যগুলোর সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যগুলোকে এই কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। অনুষ্ঠানে ডি.জি.এইচ.এস. ডক্টর জগদীশ প্রসাদ, অতিরিক্ত সচিব ও মহানির্দেশক শ্রী আর.কে. ভাতস এবং ভারত নিযুক্ত ডব্লিউ.এইচ.ও.-এর প্রতিনিধি ডক্টর সূচাজয়া প্র্যাকিন সহ অন্যান্য উপস্থিত ছিলেন।

গত বছর সূচিত হওয়া ম্যালেরিয়া নির্মূলনের জন্য জাতীয় কাঠামো'র (এন.এফ.এম.ই.) উন্মেষ করে শ্রী নাড্ডা বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণের জন্য ভারতের অঙ্গীকারকেই প্রদর্শিত করে এন.এফ.এম.ই.। তিনি বলেন, “আজ আমরা জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনার (২০১৭-২২) সূচনার জন্য মিলিত হয়েছি, যা ২০৩০ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণের চূড়ান্ত লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রদান করবে।” স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে, জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা হচ্ছে পাঁচ বছরের জন্য এবং তিনি একটি কৌশল নিয়ে কাজ করার জন্য ও জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনায় প্রদত্ত কার্যকরী নির্দেশিকা অনুসরণ করার জন্য প্রোগ্রাম অফিসারদের অনুরোধ জানান।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে এনিমি উৎসাহপূর্ণ ফলাফল পাওয়া গেছে এবং আমাদের লক্ষ্য এখন অন্যান্য রাজ্য যেমন ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের দিকে। তিনি বলেন, গত তিন বছর ধরে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে এসেছে বিশেষ ধরনের কীটনাশক-যুক্ত মশারি ‘লং লাস্টিং ইমপ্রুভেডনেট’ (এল.এল.আই.এন.)-এর দিকে। “মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এক কোটি চমিশ লক্ষ মশারি বিতরণ করা হয়েছে এবং আরও আড়াই কোটি মশারি বিতরণের অপেক্ষায় রয়েছে” বলেও জানান শ্রী নাড্ডা।

এন.এস.পি.-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর উন্মেষ করে শ্রী নাড্ডা বলেন, আগামী পাঁচ বছরের জন্য এই কৌশলগত পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে ম্যালেরিয়ার ওপর নজরদারি, গুরুত্বপূর্ণ শনাক্ত করা ও প্রাদুর্ভাব ঠেকানোর জন্য পদ্ধতি, লং লাস্টিং ইমপ্রুভেডনেট নেট (এল.এল.আই.এন.)-এর ব্যবহারের মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধ উৎসাহ প্রদান, বাড়িঘরে স্প্রে দেওয়া, লোকবল বৃদ্ধি এবং সফলভাবে রূপায়ণের জন্য দক্ষতা। তিনি বলেন, আন্তঃ-ক্ষেত্রীয় সমন্বয় হচ্ছে মূল কথা। কাক্ষিত লক্ষ্যপূরণের জন্য আমাদেরকে অন্যান্য মন্ত্রক ও পুর সংস্থাগুলোর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

ভারতে নিযুক্ত ডব্লিউ.এইচ.ও.-এর প্রতিনিধি ডক্টর সূচাজয়া প্র্যাকিন বলেন, আজকের এই উদ্যোগ বিভিন্ন দেশে ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণের লক্ষ্যে বৈশ্বিক প্রচেষ্টার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি উন্মেষ করেন যে, প্রতি দুই মিনিটে একটি করে শিশু ম্যালেরিয়ার জন্য প্রাণ হারায় এবং আফ্রিকান অঞ্চলে এই বিষয়টি খুবই মারাত্মক। ভারত পৃথিবীতে ম্যালেরিয়ার সমস্যার দিক দিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। তিনি এক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনা ও গবেষণার পাশাপাশি পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি এবং সামাজিক অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়া যুগ্ম-সচিব শ্রী নবীপ রিনওয়া, এন.ডি.বি.ডি.সি.পি.-এর অধিকর্তা ডক্টর পি.কে. সেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অন্যান্য উচ্চ-পদস্থ আধিকারিকগণ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

(Release ID: 1495578) Visitor Counter : 3

Background release reference

আগামী পাঁচ বছরের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ম্যালেরিয়ার প্রকোপের মাত্রার ওপর নির্ভর করে বছর ভিত্তিক নির্মূলীকরণের লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করবে

